বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস

বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিলস জরিপ-২০২৪

২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৬ ও নির্যাতনে ১১৯ শ্রমিক নিহত

(জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ২০২৪)

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস দেশের জাতীয় দৈনিকসমুহে প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে "বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিলস জরিপ-২০২৪" প্রতিবেদন তৈরী করেছে। জরিপে ১৩ টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের বাইরে দুর্ঘটনা ও নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনাঃ জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এর মধ্যে ৭৩৪ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ২৯২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৯৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। এছাড়া রিকশা শ্রমিক ৪৩ জন, প্রবাসী শ্রমিক ৪১, দিনমজুর ৩২, বিদ্যুৎ খাতে ২৩, মৎস্য শ্রমিক ১৯, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ১০, স্টিলমিলে ৯, নৌপরিবহন খাতে ৮, অক্সিজেন ফ্যাক্টরিতে ৭, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ৬, হোটেল-রেস্তোরাঁ ৫, রাইস মিলে ৫ , ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে ৫, দোকানে ৫ কর্মচারী এবং অন্যান্য খাতে ২৭ জন শ্রমিক নিহত হন।

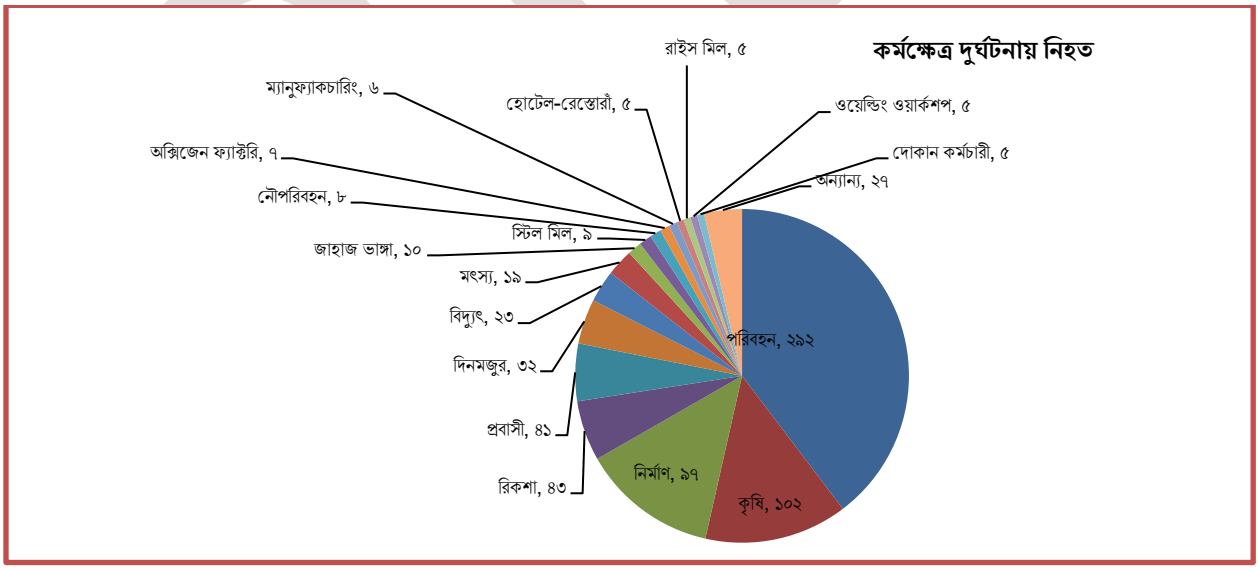

২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৩০০ জন শ্রমিক আহত হন। এর মধ্যে ৩০০ জনই পুরুষ শ্রমিক। সর্বোচ্চ ৪৭ জন মৎস্য শ্রমিক আহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিবহন খাতে ৪১ জন আহত হন। তৃতীয় সর্বোচ্চ নির্মাণ খাতে ৩১ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া অক্সিজেন কারখানায় ২৪ জন, নৌপরিবহন খাতে ২৩ জন, দিনমজুর ২০ জন, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ১৮ জন, তৈরি পোশাক শিল্পে ১৬

জন, হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১৩ জন পেপার মিলে ১১ জন, দোকানে কর্মচারী ১০ জন, কৃষিতে ৯ জন, ভোজ্যতেল ফ্যাক্টরিতে ৬ জন, জাহাজ ভাঙ্গায় ৬ জন, বিদ্যুৎ খাতে ৫ জন এবং অন্যান্য খাতে ২০ জন শ্রমিক আহত হন। এ ছাড়া ৫৫ জন শ্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিখোঁজ হন, যার মধ্যে অধিকাংশই মৎস্য শ্রমিক।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত	
সেক্টর	**সংখ্যা**
পরিবহন	২৯২
কৃষি	১০২
নির্মাণ	৯৭
রিকশা	৪৩
প্রবাসী	৪১
দিনমজুর	৩২
বিদ্যুৎ	২৩
মৎস্য	১৯
জাহাজ ভাঙ্গা	১০
স্টিল মিল	৯
নৌপরিবহন	৮
অক্সিজেন ফ্যাক্টরি	৭
ম্যানুফ্যাকচারিং	৬
হোটেল-রেস্তোরাঁ	৫
রাইস মিল	৫
ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ	৫
দোকান কর্মচারী	৫
অন্যান্য	২৭
মোট	**৭৩৬**

সড়ক দুর্ঘটনা, দেয়াল/ছাদ ধসে পড়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকান্ড, সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, বিষাক্ত গ্যাস, নৌ দুর্ঘটনা, উচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া, পড়ন্ত বস্তুর আঘাত, বিস্ফোরণ, সমুদ্রে ঘুর্নিঝড়ে, নৌকা/ট্রলার ডুবি, বন্যপশুর আক্রমণ ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার অন্যতম কারন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৪২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হন ৪৮৯ জন শ্রমিক। নিহতদের মধ্যে ৭৩৯ জন পুরুষ এবং ৩ জন নারী শ্রমিক ছিলেন।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত	
সেক্টর	**সংখ্যা**
মৎস্য	৪৭
পরিবহন	৪১
নির্মাণ	৩১
অক্সিজেন কারখানা	২৪
নৌ পরিবহন	২৩
দিনমজুর	২০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৮
তৈরী পোশাক	১৬
হোটেল-রেস্টুরেন্ট	১৩
পেপারমিল	১১
দোকান কর্মচারী	১০
কৃষি	৯
ভোজ্যতেল	৬
জাহাজ ভাঙ্গা	৬
বিদ্যুৎ	৫
অন্যান্য	২০
মোট	৩০০

গত ১০ বছরে হতাহত: গত ১০ বছরে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত হন ৮৩৬০ এবং আহত হন ৫৬৩২ জন শ্রমিক। এর মধ্যে ২০১৯ সালে নিহত হন সর্বোচ্চ ১২০০ শ্রমিক, যেখানে ২০২২ সালে সর্বোচ্চ ১০৩৭ শ্রমিক আহত হন।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় হতাহত (২০১৫-২০২৪)		
সাল	**নিহত**	**আহত**
২০২৪	৭৩৬	৩০০
২০২৩	৭৪২	৪৮৯
২০২২	১০৩৪	১০৩৭
২০২১	১০৫৩	৫৯৪
২০২০	৭২৯	৪৩৩
২০১৯	১২০০	৬৯৫
২০১৮	১০২০	৪৮২
২০১৭	৭৮৪	৫১৭
২০১৬	৬৯৯	৭০৩
২০১৫	৩৬৩	৩৮২
মোট	**৮৩৬০**	**৫৬৩২**

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনঃ

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২৪ সালে ২৬৪ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ১১৯ জন নিহত, ১০০ জন আহত, ৩৮ জন নিখোঁজ, ১ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার এবং ৬ জনের ক্ষেত্রে উদ্ধারের কথা উল্লেখ করা হয়। নির্যাতিতদের মধ্যে ২২৬ জন পুরুষ এবং ৩৮ জন ছিলেন নারী শ্রমিক।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার					
নিহত	আহত	নিখোঁজ	আত্মহত্যা	উদ্ধার	মোট
১১৯	১০০	৩৮	১	৬	২৬৪

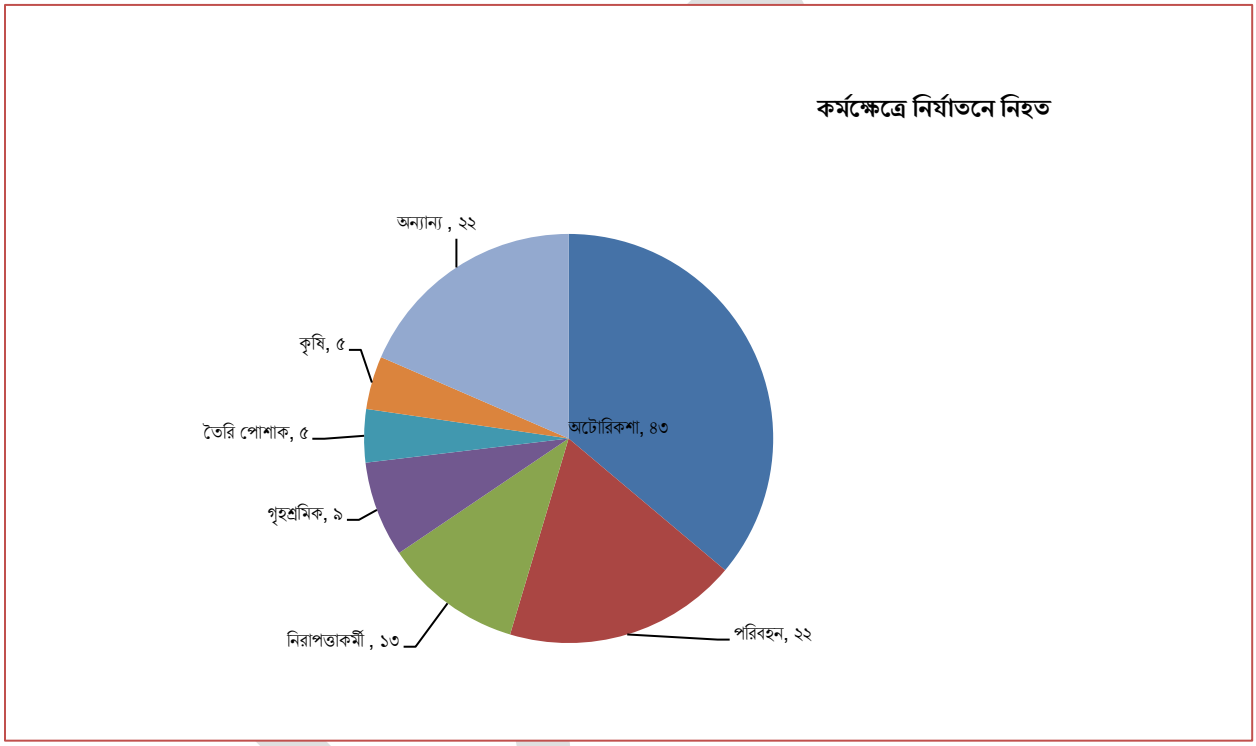

সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন ৪৪ জন অটোরিকশা শ্রমিক, যার মধ্যে ৪৩ জন নিহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন কৃষি খাতে, যার মধ্যে ৫ জন নিহত ও ৩৩ জন অপহৃত হন, উল্লেখ্য যে অপহৃতদের মধ্যে ৫ জন উদ্ধার ও ২৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৫ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন তৈরি পোশাক শিল্প খাতে, যার মধ্যে ৫ জন নিহত, ২৯ জন আহত ও ১ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ২৮ জন পরিবহন খাতে, যার মধ্যে ২২ জন নিহত, ৪ জন আহত ও ১ জন নিখোঁজ হয় ও ১ জনকে পরবর্তীতে উদ্ধার করা হয়। ২২ জন নিরাপত্তাকর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১৩ জন নিহত, ৯ জন আহত। ২১ জন সংবাদকর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ২ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হন।

এছাড়া ১৬ জন গৃহশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ৯ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হন।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে নিহত	
সেক্টর	সংখ্যা
অটোরিকশা	৪৩
পরিবহন	২২
নিরাপত্তাকর্মী	১৩
গৃহশ্রমিক	৯
তৈরি পোশাক	৫
কৃষি	৫
অন্যান্য	২২
মোট	**১১৯**

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে আহত	
সেক্টর	সংখ্যা
তৈরি পোশাক শিল্প	২৯
সংবাদকর্মী	১৯
নির্মাণ শ্রমিক	১১
নিরাপত্তাকর্মী	৯
গৃহশ্রমিক	৭
বিদ্যুৎ	৫
মৎস্য	৫
অন্যান্য	১৫
মোট	**১০০**

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, ছুরিকাঘাত, খুন, রহস্যজনক মৃত্যু, অপহরণ, মারধর ইত্যাদি

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২৩ সালে ৩০৬ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এরমধ্যে ২৭৮ জন (৯১%) পুরুষ এবং ২৮ জন (৯%) নারী শ্রমিক। ৩০৬ জনের মধ্যে ১৫৭ জন নিহত, ১২৭ জন আহত, ১৬ জন নিখোঁজ, ৩ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয় এবং অপহৃত ৩ জনকে পরবর্তীতে উদ্ধার করে পুলিশ। অপহৃতদের মধ্যে ৩ জনই ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক।

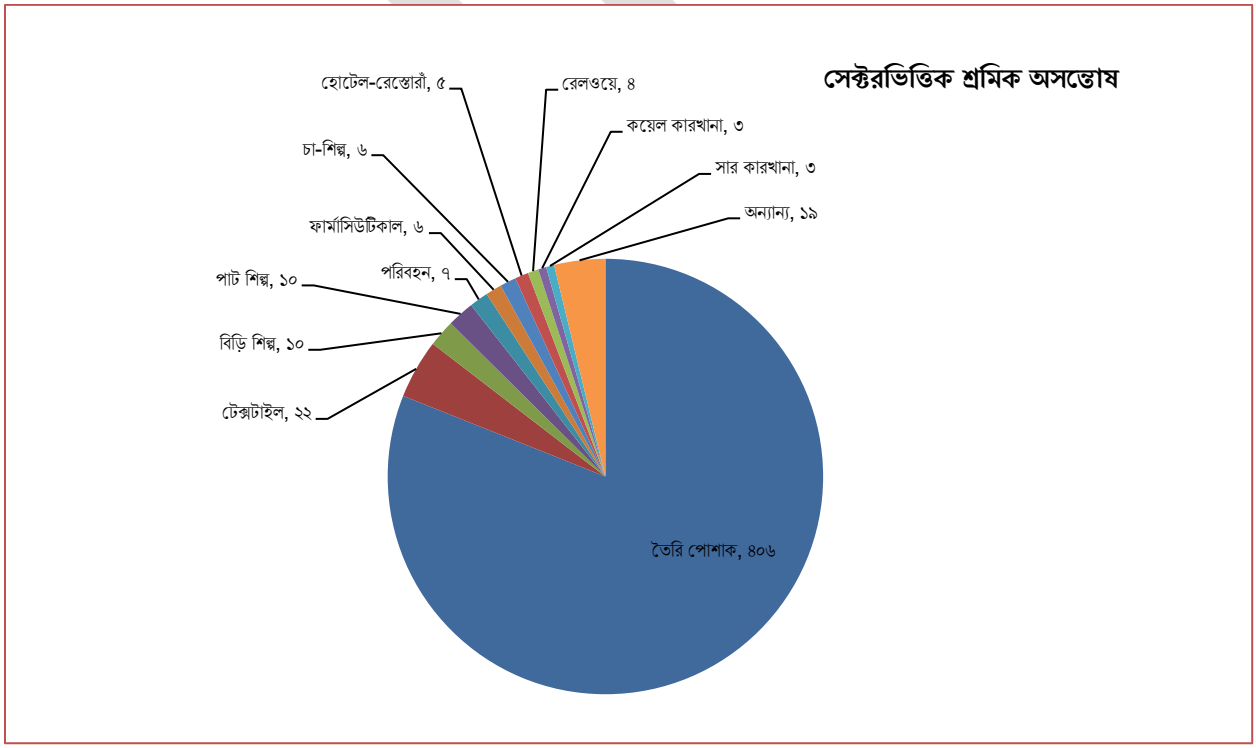

শিল্প সম্পর্ক এবং শ্রমিক অসন্তোষঃ

২০২৪ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৫০১ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ৪০৬টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে টেক্সটাইল শিল্পে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১০টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে বিড়ি ও ১০টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে পাট শিল্পে। এছাড়া পরিবহনে ৭টি, ফার্মাসিউটিকালে ৬টি, চা শিল্পে ৬টি, হোটেল-রেস্তোরাঁতে ৫টি, রেলওয়েতে ৪টি, কয়েল কারখানাতে ৩টি, সার কারখানায় ৩টি এবং অন্যান্য খাতে ১৯টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

জরিপ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে বকেয়া বেতনের দাবিতে। এছাড়া বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে ৯৫টি, দাবি আদায়ে ৯৩টি, লে-অফের কারণে ৮৭টি, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ৩৩টি, ওভারটাইমের দাবিতে ৭টি, বোনাসের দাবিতে ৬টি, শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদে ২টি, এবং অন্যান্য দাবিতে ২২টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

আন্দোলন করতে গিয়ে ৫ জন পোশাক শ্রমিক নিহত হন, যার মধ্যে ২ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ। এছাড়া ১৭৪ জন যার মধ্যে ১৫২ পোশাক শ্রমিক ও ২২ জন টেক্সটাইল শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে আহত হন। আহতদের মধ্যে ১০২ জন পুরুষ এবং ৭২ জন নারী শ্রমিক ছিলেন।

শ্রমিক অসন্তোষের ধরণগুলোর মধ্যে রয়েছে, বিক্ষোভ (২৩৪টি), মহাসড়ক অবরোধ (১১০টি), ভাংচুর (৯৭টি), মানববন্ধন (২১টি), অবস্থান ধর্মঘট (১৩টি) কর্মবিরতি (১০টি), র‍্যালি, স্মারকলিপি প্রদান, অনশন, ধর্মঘট, সমাবেশ ইত্যাদি।

সেক্টরভিত্তিক শ্রমিক অসন্তোষ	
সেক্টর	*সংখ্যা*
তৈরি পোশাক	৪০৬
টেক্সটাইল	২২
বিড়ি শিল্প	১০
পাট শিল্প	১০
পরিবহন	৭
ফার্মাসিউটিকাল	৬
চা-শিল্প	৬
হোটেল-রেস্তোরাঁ	৫
রেলওয়ে	৪
কয়েল কারখানা	৩
সার কারখানা	৩
অন্যান্য	১৯
মোট	৫০১

শ্রমিক অসন্তোষের কারণ	
সেক্টর	সংখ্যা
বকেয়া বেতন	১৫৬
বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে	৯৫
দাবি আদায়	৯৩
লে-অফের কারণে	৮৭
বেতন বৃদ্ধির দাবি	৩৩
ওভারটাইমের দাবি	৭
বোনাসের দাবিতে	৬
শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদ	২
অন্যান্য	২২
মোট	৫০১

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ১৭১ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ১১০টি (৬৪%) শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭টি (৪%) শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে বিড়ি ও ৭টি (৪%) চা-শিল্পে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৫টি (৩ %) শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে রেলওয়ে ক্ষেত্রে।